অপুনর্ভব মোক্ষসুখও গ্রহণ করে না। তাহারা যে বাঞ্ছা করে না—ইহা আর কি বলিব? ১১।২॥ এতাদৃশ ঐকান্তিক পরমভক্তগণেরই পরমমহিমা—গরুড়পুরাণে বিশেষরূপে উল্লেখ করা আছে। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ হইতে সত্রযাগকারী একটি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সত্রযাগকারী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ হইতেও একটি সর্ব্ববেদান্তপারগ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তবিজ্ঞ কোটি ব্রাহ্মণ হইতেও একটি বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব সহস্র হইতেও একটি একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ। যেহেতু পূর্ব্ববর্ণিতলক্ষণা-ভক্তি স্বরূপানন্দ হইতেও পরমানন্দস্বরূপা; অতএব স্বভাবতই সেই পরমানন্দলক্ষণা-ভক্তিতে প্রবৃত্ত হওয়াই গুণ। অর্থাৎ কোনও বিধি অথবা বিচার না করিয়া চক্ষু যেমন প্রেরণা-বিনাও স্বভাবতই রূপগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, অথবা পিপাসু ব্যক্তি যেমন কাহারও আদেশের অপেক্ষা না করিয়া জলসংগ্রহে ও পানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার এতাদৃশ পরমানন্দস্বরূপা ভক্তিতে বিধির অপেক্ষা না করিয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটিই গুণ। কিন্তু নিজ অপরাধাদি দোষে পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণাভক্তির অনির্ব্বচনীয় মাধুরী থাকা সত্ত্বেও বাত-পিত্তাদি দোষে মিশ্রীর মিষ্টত্ব গ্রহণে অসামর্থ্যের মত মাধুর্য্যগ্রহণে অসমর্থ ভক্তগণের কেবল বিধি নিষেধ হইতে উত্থিত গুণদোষ-দৃষ্টিতেই পরমানন্দলক্ষণা-ভক্তিতে প্রবৃত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অর্থাৎ ভক্তিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্ত ভক্তগণ হইতে কিন্তু নিকৃষ্ট অর্থাৎ দোষযুক্ত। কারণ পিপাসা-প্রেরিত হইয়া জলপানে যেমন আস্বাদন পাওয়া যায়, কর্ত্তব্যতার অনুরোধে জলপানে প্রবৃত্ত ব্যক্তি জলের তেমন আস্বাদন লাভ করিতে পারে না এবং জলে আবেশও জন্মায় না; তেমনি যাঁহারা ভক্তিমাধুর্য্য অনুভব করিয়া স্বভাবতই ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা ভজন করিয়া যে প্রকার আস্বাদন লাভ করেন ও তাঁহাদের ভক্তিতে যে জাতীয় আবেশ জন্মে, কেবলমাত্র শাস্ত্রবিধি অবলম্বনে "শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিলে গুণ এবং ভজন না করিলে দোষ"—এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া তেমন আস্বাদন বা আবেশ পাইতে পারেন না। এইজন্য তাঁহাদের সেই প্রবৃত্তিটি স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি হইতে দোষের। এস্থানের তাৎপর্য্য এই—সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে অধিকারীর ভজনে রুচিলাভ করিতে না পারায় কেবলমাত্র শাস্ত্রের শাসনেই ভজন করিতে প্রবৃত্তির উদ্গম হয়, তাহার ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে; আর যে অধিকারী ভজনে রুচিলাভে সৌভাগ্যবান্ হইয়া স্বভাবতঃই ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই ভক্তির নাম রাগানুগা। এই রাগানুগা ভক্তির সর্ব্বশাস্ত্রে সুপ্রশংসা উদ্ঘোষিত